দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 NOV 1987
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 5 ...

পোষ্য শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গ

গত ২০ই অক্টোবর দোহার উপজেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা কয়েকজন পোষ্য হিসাবে দরখাস্ত করি। পোষ্যদের জন্য ২০% আসন নির্ধারিত। এ হিসাবে সেখানে ৬ জন পোষ্য কোঠায় শিক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে। ৬ জন পোষ্যের মধ্যে ১ জন পোষ্য স্থানীয় এবং আমরা ৫ জন পোষ্য দোহার উপজেলার বাইরের। আমরা যোগ্যতম প্রার্থী হিসেবে পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছি। স্থানীয় ১ জন পোষ্য এবং অন্যান্য (পোষ্য নয়) সকলেই নিয়োগ পত্র পেয়েছে, কিন্তু আমরা ৫ জন এখনও নিয়োগপত্র পাই নি। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট জানতে পারলাম ডি-জি'র অনুমোদন প্রদানের পর নিয়োগপত্র দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক, স্থানীয় পোষ্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে ডি-জি'র অনুমোদন দরকার হয় না কিন্তু বাইরের পোষ্যদের জন্য দরকার হয় কেন? সত্যই কি এরকম বৈষম্যমূলক আইন আছে? যদি থেকেই থাকে তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করছি।

নির্বাচিত শিক্ষকদের পক্ষে
গীতারানী পাল
উলাইল, আমডালা, শিবালয়।

মৌখিক পরীক্ষা পিছানোর দাবী

২৫ এবং ২৬শে নভেম্বর ৮৭ ইং তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শেষ বর্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের মৌখিক পরীক্ষার দিন ধার্য করা হইয়াছে। ছাত্র/ছাত্রীরা লিখিত পরীক্ষার পর অনেকেই বাড়ীতে বা বিভিন্ন কাজের জন্য বাহিরে ঘোরাফেরা করিতেছি অর্থাৎ কেহই হলে নাই। আমরা যারা পরীক্ষার্থী তারা শুধু পরীক্ষার দিন বা তার আগের দিন পরীক্ষার জন্য হলে অবস্থান করিতাম, কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ঘন ঘন হরতালের কারনে আমরা যাহারা পরীক্ষার্থী যানবাহন অচলবস্থার দরুন ঠিকমত পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকিতে পারিতেছিনা। বিধায় ২৫ এবং ২৬ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ আবদুল মতিন
গণিত শেষ বর্ষ পরীক্ষার্থী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।